| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০২ বর্ষ
২৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪২২
২৫শে, নভেম্বর ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

## স্মার্ট সিটির মুকুটে শোভিত জঙ্গিপুর রেল-বাস পরিষেবায় আজও অনেক পিছিয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রেলপরিষেবার ক্ষেত্রে জঙ্গিপুর এলাকার মানুষ আজও দুরবস্থার চরমে। সকালের দিকে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে একটা দ্রুতগামী ট্রেন চালুর দাবীতে স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা রেল বিভাগের আমলাদের কাছে বারবার ডেপুটেশন দিয়ে বা লাইন অবরোধ করেও আখেরে কোন ফল পায়নি। খুব সকালে জঙ্গিপুর-কাটোয়া ডিএমও, তারপরেই বহু প্রতিক্ষিত সেই মালদা টাউন ইন্টারসিটি। এখানে সীমিত বগিতে যাত্রীর চাপে অনেক সময় মালদা থেকে দাঁড়িয়ে আসতে বাধ্য হতে হয়। বর্তমানে গৌহাটি-কোলকাতা, কামাক্ষ্যা-পুরী। এন.জি.পি–দীঘা এবং ডিব্রুগড়-কোলকাতা ট্রেনগুলো জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের ওপর দিয়ে চলাচল করছে। গুরুত্বের দিক দিয়ে জঙ্গিপুর স্মার্ট সিটির প্রাধান্য পেলেও এইসব দ্রুতগামী ট্রেনগুলোর কোন স্টপেজ নেই এখানে। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীর ছেলে অভিজিৎ জঙ্গিপুরের সাংসদ। এলাকার মানুষের চিকিৎসা, ইন্টারভিউ,

(৪ পাতায়)

## খোলা মিষ্টি-তেলেভাজা দূষণ ছড়াচ্ছে–কোন দপ্তরে হেলদোল নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের বিভিন্ন এলাকায় খোলা আলমারিতে মাছি ও বোলতা ভর্তি মিষ্টি, ধুলো মাখা তেলেভাজা অবাধে বিক্রী হচ্ছে। মানুষও দিব্যি কিনে খাচ্ছে। কোন প্রতিবাদ নেই। এই সব খাবার নিয়ন্ত্রণে পুরসভা থেকে একজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়োগ আছেন। আগে এই সব দূষণ প্রতিরোধে নমুনা পরীক্ষা করে জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। ছিল খোলা ভোজ্য তেলের পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রক্রিয়া। সে সব আজ হারিয়ে গেছে। স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কোন তৎপরতা চোখে পড়ে না। পুরসভার ষ্ট্যাম্প লাগানো খাসির মাংস বিক্রী বর্তমান প্রজন্মের কাছে স্বপ্ন ছাড়া কিছু না। এখন উচ্চ মূল্যই জিনিসের মান নির্দ্ধারণ করছে।

## স্কুল উদ্বোধনে মাইক যন্ত্রণা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের মিঠিপুর গ্রামে ইউ.বি.আই এর পাশে একটা নার্সারি স্কুল উদ্বোধন করলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিৎ মুখার্জী। এই উপলক্ষ্যে সকাল থেকে চার চারটি মাইক দিয়ে স্কুল প্রাঙ্গণকে চঞ্চল করে রাখা হয়। অথচ এর ১০০ গজের মধ্যে মিঠিপুর আপার প্রাইমারী এবং ২০০ গজের মধ্যে গিরিয়া হাই স্কুল। মাইকের প্রচণ্ড আওয়াজে পরিবেশ স্বাভাবিকভাবে দূষিত হয়। স্কুলগুলোকেও অচল করে দেয়। একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে গিয়ে আর দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা করা কতটা গ্রহণযোগ্য।

## বহু বিতর্কিত শ্মশান কমিটি শেষে তৈরী হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : বহু হৈ হট্টগোল বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে ২০ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ মহাশ্মশানে বহু প্রতীক্ষিত কালীমাতার দেখভালে একটা কমিটি তৈরী হলো। ঐ সভায় তালিকাভুক্ত ৩৫ জন সদস্যের মধ্যে ২৮ জন উপস্থিত ছিলেন বলে খবর। চাপা উত্তেজনার মধ্যে ভোটাভুটিতে সভাপতি হন সুদীপ্ত নাথ (বাপ্পা), সম্পাদক অসীম রায় (লাল্টু) ও যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ তন্ময় দাস ও কৃষ্ণ সাহা।

## জুয়োর আভিজাত্যে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ান শিবমন্দির এলাকায় বর্তমান চেয়ারম্যান সুবল সাহার বাড়ীর গা ঘেঁষে ইলেভেন ষ্টার ক্লাবে প্রকাশ্যে জুয়োর আসর বসছে। ধুলিয়ান ও আশপাশের রথী মহারথীদের আগমনে আসর জমজমাট।

(৪ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪২২

## মশকের শক্

বিগত দুই দশক কি তাহারও বেশী সময় ধরিয়া 'মাথুরের' পালা গাহিয়া প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মশকী অথবা প্রোষিত ভার্য মশক নিরানন্দে দীর্ঘকাল যাপনান্তে 'হমারী দুখের নাহিক ওর'--দিন শেষে পুনরায় আপন আপন ডেরায় আসিয়াছে। 'মশকায় ধূমঃ'--মশক বিতারণের প্রাচীন পদ্ধতির স্থলে অর্বাচীনকালে 'মশকায় নানাবিধানি রাসায়নিকদ্রব্যাণি'র প্রয়োগে রক্তপিপাসু এই সন্ধিপদ প্রাণিগণ বহুদিন ধরিয়া হয়ত আত্মগোপন করিয়া 'ইমমিউন্‌ড্' হইবার কঠিন তপশ্চর্যায় রত ছিল। সে সাধনায় তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে বৈকি ! সেই জন্যই দেখিতেছি, ইহারা পরিবার পরিকল্পনার কঠোর বিধিনিষেধে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া নন্দিনীনন্দনকুল চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়াইয়া বিলকুল আকুল করিয়া তুলিতেছে এই রাজ্যবাসীদের। (অস্যার্থঃ পশ্চিমবঙ্গে আবার মশকের অভিযান ও আক্রমণ তীব্রভাবে দিবাপ্রাতঃ-নিশা নির্বিচারে।) কর্মীরা কর্মস্থলে বিব্রত। নাগরিকদের ভোগান্তির অন্ত নাই স্বগৃহে। পড়ুয়ারা বিপর্যস্ত পঠনকালে। মনে হয় অক্ষৌহিণী পর্যায়ে মশকসেনা হানা দিয়াছে গ্রামে-গঞ্জে-শহরে।

এখন অমুক স্থানের মশা বিখ্যাত বলিবার উপায় নাই। তাহারা সর্বত্র পরিব্যপ্ত। আবদ্ধ এঁদো-পঁচা জল বা জলাশয় না থাকিলেও তাহারা হাজির হইতেছে। হয়ত গতির যুগে কোন উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহারা এই দুর্গতি আনিয়াছে। কিন্তু এমন রক্তের সন্ধানে বেপরোয়া ভাব কেন ? তবে কি তাহারাও আমাদের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্লাডব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে কোন বৃহত্তর স্বার্থে ? কমলাকান্তের ন্যায় দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইলে সবিশেষ বুঝা যাইত।

মশক নিবারণের জন্য আবার তৎপর হইবার সময় আসিয়াছে। শীতের প্রভাব পড়িলেও মশার উপদ্রব কমে নাই। অন্যদিকে পুরসভার নালা-নর্দমাগুলি দেখভালের অভাবে পূতিগন্ধে মাতিয়া উঠিতেছে। তেমনি মশকের প্রজনন ক্ষেত্রও হইয়া উঠিয়াছে। যাহার ফলে মশকের বংশ বিস্তার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।পুরসভা এই দিকে একটু নজর দিলে ভাল হয়। মশকের অত্যাচারে পুরবাসীরা ঘরে-বাহিরে বিশেষভাবে নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িতেছেন। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনাও কমে নহে।

## চিঠিপত্র

**(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)**

### প্রস্রাবাগার আবশ্যক

শতাব্দী প্রাচীন জঙ্গিপুর পৌরসভার কাজের পরিসংখ্যান অনেকটাই ভাল একথা মেনে নিয়েও বলতে হচ্ছে শহরের দু'এক জায়গায় শৌচাগার থাকলেও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিস্কারের অভাবে লোকজনেরা সেখানে ঢুকতে পারেন না। ফলে বাধ্য হয়ে যত্রতত্র মূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে।

অনিত দাস, রঘুনাথগঞ্জ

## অ-সহিষ্ণুতা

### শীলভদ্র সান্যাল

'আরে ! আরে ! করছেন কী ! দাঁড়ান। দাঁড়ান। আমাদের নামতে দিন আগে !'

কে শোনে কার কথা ! গুঁতোগুতি। ঠেলাঠেলি। হুড়োহুড়ি। ওঠার আর নামার প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে সে এক ষাঁড়ের লড়াই। তার সঙ্গে অ-শ্রাব্য গালি-গালাজ। বর্দ্ধমান ষ্টেশনে সবে থেমেছে ট্রেনটা। এদিকে ভিড়ের চাপে মায়ের হাত ছুটে গিয়ে কেঁদে উঠল ছোট্ট ছেলেটা, মা ! মা ! তুমি কোথায় ? 'ওদিকে মা, না পারে নামতে, না পারে ভিড়ের ফাঁস থেকে বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করতে। অন্য যাত্রীরা ততক্ষণে চেঁচাচ্ছে নামুন। নামুন ! ট্রেন ছেড়ে দেবে যে !' বাবা তখন মরিয়া সর্বশক্তি প্রয়োগকরে ভিড়ের মধ্য থেকে টেনে হিঁচড়ে কোনও ক্রমে ছেলেকে উদ্ধার ক'রে বিধ্বস্ত অবস্থায় প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

অ-সহিষ্ণুতার এক ছবি ! জান্তব ছবি। মানবিকতার মূল্যবোধহীন। চরম স্বার্থপরতার নগ্ন আচরণে নির্লজ্জ। দৃশ্য, দুই।

জাতীয় সড়ক। দুই প্রাইভেট বাসের মধ্যে তখন একে অপরকে ওভারটেক করার বিষম প্রতিযোগিতা। সামনের স্টপেজগুলোতে কে আগে প্যাসেঞ্জার তুলতে পারে। ক্লাস ফাইভ এর টুকাই এ-সব প্রাণঘাতী রেষারেষির কথা জানেনা। জানবেই বা কী ক'রে ! ব্যাপারটা নিমেষে ঘটে গেল যে ! ইস্কুল সেদিন দু'মিনিট নীরবতা পালন ক'রে ছুটি হয়ে গেল। সম্বিত ফিরে পেয়ে, বাসড্রাইভার শেষ মুহূর্তে প্রাণপণ ব্রেক কষেছিল। শেষ রক্ষা হয়নি।

অ-সহিষ্ণুতার আর এক ছবি। যেমন করুণ, তেমনই মর্মান্তিক।

দৃশ্য, তিন।

ক্যানিং-লোকাল ছাড়ব-ছাড়ব করছে। অন্যান্য কামরার দরজায় তখন গাদাগাদি বাদুর ঝোলা ভিড়। ষাটোর্ত্তীর্ণ বৃদ্ধ নিরুপায় হ'য়ে মহিলা-কামরায় উঠতে গিয়েই বাধা পেলেন। উঠবেন না। উঠবেন না। এটা লেডিস্ কমপার্টমেন্ট।'

-'দুটো স্টেশন পরেই আমি নেমে যাব দিদি। প্লিজ !

ট্রেন তখন বেশ খানিকটা গতি পেয়েছে। প্রবীণ বৃদ্ধের কথা কানে তুলতে বয়েই গেছে ওদের। ঠেলে ফেলে দিলে তাঁকে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল বৃদ্ধকে। ডাক্তারবাবু বললেন, বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবেনা।

অ-সহিষ্ণুতার আর এক ছবি। যা দেখলে, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের লজ্জায় মাথা

(৩ পাতায়)

## বহুরূপী ভেজাল

### সাধন দাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ব্যবসা বাণিজ্যই ছিলো মানুষের প্রধান জীবিকা। আমাদের দেশের সওদাগরেরা সপ্তডিঙা মধুকর সাজিয়ে দূর সমুদ্রে বাণিজ্যের তরী ভাসিয়েছেন। বিদেশী বণিকরাও এসেছে এখানে। তাদের সিন্দুক ভরেছে লাভের মুদ্রায়। সেদিন বাণিজ্য ছিলো তাদের কাছে লক্ষ্মীর সাধনা আর লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হল 'কল্যাণ'। সেদিনকার ব্যবসায়িক অভিধানে 'ভেজাল' আর 'কালোবাজারি' শব্দগুলি ছিল একেবারেই অপরিচিত।

কিন্তু দ্রুত বদলে গেল দিন। জলদস্যু ও বোম্বেটেদের অত্যাচারে যখন বন্ধ হল বহির্বাণিজ্য, তখন বেঁচে থাকার আত্যন্তিক তাগিদে নীতিবোধ বিসর্জন দিলো মানুষ। কল্যাণের দেবী লক্ষ্মী নয়, সঞ্চয়ের দেবতা ধনাধিপতি কুবেরই হল এদের আরাধ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমাদের সমস্ত সততার ভিত্তি ভেঙে গেছে। মজুদদার, কালোবাজারি, চোরাকারবারিদের দৌরাত্ম্যে জনজীবনে দেখা দিল বিভীষিকা। আজ আর মানুষ মানুষের দিকে তাকায় না, আজ আর মানুষ দুধের শিশুটির দিকে তাকায় না, আজ আর মানুষ মরণাপন্ন বৃদ্ধটির দিকে তাকায় না। এখানে সিমেন্টের সঙ্গে গঙ্গামাটি মেশানো হয়, সর্ষের তেলের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় শেয়ালকাঁটার ক্ষতিকর রস, শিশুর দুধে নির্বিকার চিত্তে নোংরা জল মিশিয়ে দেয় গোয়ালারাই। জীবনদায়ী ওষুধের সঙ্গে ভেজাল মেশাতে হাত কাঁপে না আজকের মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের। চালে কাঁকর, ডালে মাটি, হলুদে ইটের গুঁড়ো, মশলাপাতিতে বুনো ফলের বীজ মিশিয়ে আমাদের শরীরের অ্যানাটমিটাই পালটে দিয়েছে। বাসি সবজিতে ক্ষতিকর রং মাখিয়ে তাকে ক্রেতার চোখে টাটকা সতেজ করে তোলা হচ্ছে--কিন্তু এর ফলে নিঃশব্দে আয়ু ফুরিয়ে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে আমাদের কিডনি, লিভার, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস আর অগ্ন্যাশয়।

ইংরেজ আমল আর নেই। আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু এ কোন স্বাধীনতা ? আইনের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হবার স্বাধীনতা? আমাদের মূল্যবোধ, ধর্মবোধ আর মনুষ্যত্ববোধকে হারিয়ে ফেলার স্বাধীনতাই কি আমরা চেয়েছিলাম ?

ভেজালকারীদের জন্য আইন আছে। কিন্তু তা ওই খাতাকলমেই। খাদ্যের গুণগত মান যাচাই করার জন্য সরকারি সংস্থা আছে। কিন্তু তাদের দেখা মেলে না কালেভদ্রেও। সেই কোন্ যুগে 'খাদ্য ভেজাল নিবারণী বিধি ১৯৬৪' তৈরি হয়েছিল। আজও ক্রেতা সুরক্ষা আইনের কতো গালভরা প্রচার। কিন্তু কোথায় কী হচ্ছে ? আমরাও দিব্যি ঘুমিয়ে আছি। সবার যা হবে, আমারও তাই হবে--এইরকম একটা গা-ছাড়া ভাব। আইন দিয়ে কখনো মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন হয় না। আসলে হৃদয় বলে কি কোথাও কিছু আছে, নাকি দীর্ঘদিন ভেজাল খেয়ে সেটাও নষ্ট হয়ে গেছে ?

## অ-সহিষ্ণুতা..............................(২ পাতার পর)

নুইয়ে আসে। মানবতার উজ্জ্বল মুখে পড়ে কলঙ্কের কালি।

প্রতিদিন এই অ-সহিষ্ণুতার ছবি, ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় কোলাজ্বরে মত সংক্ষুব্ধ ঘটনা প্রবাহের মধ্য থেকে উঠে আসে।

বাড়ির পরিচারিকাকে ধ'রে মারধর, খেলাধূলায় বাপের উচ্চাকাঙ্খা পূরণে ব্যর্থ--আপন ছেলেকে মারের চোটে খুন, ইভ-টীজার অথবা মদ্যপদের অ-শালীন আচরণ কিংবা গালি-গালাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে 'উপযুক্ত শাস্তি' পেয়ে অ-কাল মৃত্যু এবং এমন কি দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিমূলক মন্তব্যও অসহিষ্ণুতার কুশ্রী উদাহরণ বৈকি। বিশেষ রাজনৈতিক দাদাদের আশ্রয়-পুষ্ট বর্তমান যুবসম্প্রদায় যে কিরূপ বিপথগামী ও অ-সহিষ্ণুতার ভয়াবহ নমুনা, সে-বিষয়ে আমরা অবহিত, নতুন ক'রে বিশদ ব্যাখ্যায় যাবার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে জনৈকা শিক্ষিকা শাড়ির পরিবর্তে সালোয়ার কামিজ পরে ইস্কুলে এসেছিলেন বলে, কর্তৃপক্ষ তাঁকে সতর্ক ক'রে দেন। বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল। ইদানীংকালে রাস্তাঘাটে বেরনো টীন-এজার মেয়েদের মধ্যে জীন্‌স্ -এর চল বাড়ছে। স্কুটিতেও তারা, আজকাল ড্রাইভারের সিটে স্বচ্ছন্দ। ইণ্টারনেট-গ্লোবালাইজেসনের যুগে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে আমাদের জীবন-শৈলী, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা। আমরা, যারা প্রবীণ ব্যক্তি, এই বদলের হাওয়ায় প্রথম প্রথম চোখ কচলাই বটে ; পরে আস্তে আস্তে সবই সয়ে যায়। সেটাই স্বাভাবিক।

সেদিন, ভাগীরথী ব্রিজ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলাম, দুই টুকটুকির (এখানে বলে চেন্নাই) মধ্যে প্যাসেঞ্জার তোলা নিয়ে পরস্পরে-তুমুল বচসা, প্রায় মারামারির পর্যায়ে যায় আর কী।

এই সব ছোট-বড় সামাজিক অ-সহিষ্ণুতার নীরব দর্শক হ'য়ে কোথায় চলেছি আমরা ? কোন্ অন্ধকার পাতাল-পুরীতে ? প্রতিবাদহীন এইসব বে-পরোয়া অ-সহিষ্ণুতার নিষ্ঠুর প্রহারে আমরা কি তবে পাথর হ'য়ে গেছি ? অনুভূতিহীন ? মনুষ্যত্বহীন ? অবশ্য একেবারেই কোথাও কোনও প্রতিবাদ প্রতিরোধ হচ্ছে না, এমন নয় ; কিন্তু সেই প্রতিবাদের ওপর চটজলদি নেমে আসছে খাঁড়ার ঘা। এর বিরুদ্ধে, মিডিয়া সোচ্চার হচ্ছে, কাগজে আর্টিক্‌ল্ বেরুচ্ছে, মোমবাতি মিছিলও দেখতে পাচ্ছি আমরা। তা ব'লে দেশব্যাপী অ-সহিষ্ণুতার দৌরাত্ম্য কমছেনা, বরং দিনে-দিনে বেড়েই চলেছে। বর্তমান ভারতে তারই এক গুরুতর উদাহরণ, ধর্মীয় অ-সহিষ্ণুতা। বিশেষ, উত্তর-ভারতের গো-বলয়গুলিতে। কোথাও গো-মাংস নিষিদ্ধ কোথাও বা গো-মাংস ভক্ষণ করার অপরাধে (?) খুন হওয়ার ঘটনা পর্যন্ত ঘটছে। বহুত্ববাদীর দেশ ভারতবর্ষ কখনওই এ-সব সমর্থন করেনা। কে কী খাবেন, কে কী পরবেন, সেটা তার/তাদের নিজস্ব অভিরুচির বিষয়। অন্যে তার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করার কে ? পাশাপাশি যে-সব বুদ্ধিজীবী দেশিক সামাজিক অন্যায়-অবিচার-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার,তাঁরাও হিংসার বলি হয়ে যাচ্ছেন। দাদরি থেকে মহারাষ্ট্রের লাতুর, মুজফ্‌ফরনগর থেকে মালেগাঁও–সর্বত্র একই ছবি। কোথাও ধর্মীয় সন্ত্রাস, কোথাও রাজনৈতিক দাদাগিরি। অথচ মাত্র আঠারো মাস আগে যে-দলটা কেন্দ্রে ক্ষমতায় এল, তার পেছনে ছিল সমগ্র দেশের বিপুল সমর্থন আর প্রত্যাশা। পূর্বতন সরকারের আকণ্ঠ দূর্নীতিতে তিতিবিরক্ত ভারতবাসীর কাছে উন্নয়নের মুখ হিসেবে দেখা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী-পদপ্রার্থী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যাঁর হাতে ছিল গুজরাট-মডেল। দেশবাসীকে যে-স্বপ্ন তিনি দেখিয়েছিলেন রস -স্বপ্নভঙ্গ হ'তে দেরি হলনা অবশ্য প্রমাণ, দিল্লি (অরবিন্দ কেজরীওয়াল)। প্রমাণ, সদ্যসমাপ্ত বিহার-নির্বাচন। দেশ দেখল, সে স্বপ্নভঙ্গ হ'তে দেরি হল না। অবশ্য প্রমাণ, দিল্লী(অরবিন্দ কেজরিঅল)। প্রমাণ সদ্যসমাপ্ত বিহার নির্বাচন দেশ দেখল যে-স্বপ্নের সওয়ার হ'য়ে মোদীর উত্থান, সে-স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে, কিছু-কিছু শান্তি জল বিতরণ ভিন্ন সে স্বপ্ন পূরণের কোনও লক্ষণই নেই। অসন্তোষের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তাৎপর্যপূর্ণভাবে নীরব, অথচ এখনও ব'লে যাচ্ছেন, 'অচ্ছে দিন আয়েগা'। এই স্তোকবাক্য এখন পর্যন্ত তেমন কোনও সাড়া ফেলতে পারেনি দেশবাসীর মনে, অথচ, নানা ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দেশ কি এখন গেরুয়াকরণের পথে চলেছে ? বাজপেয়ীর উদারপন্থা কি তবে পরিত্যক্ত হল মোদী জমানায় ?

আর-এস-এস কি আড়ালে সেই কল-কাঠি নাড়ছে ? উন্নয়নের চওড়া সড়ক ছেড়ে ধর্মীয় মেরুকরণের অন্ধ গলিপথ ধরাটা যে কত বড় ভুল ছিল, বিহারের কাছ থেকে সেই শিক্ষা নেবে বিজেপি ? মোদি-অমিতের যুগল-বন্দীই কি গোটা দলটার ভাগ্যনিয়ন্তা ? বিহার নির্বাচনের ফল দেখে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, মোদী হাওয়া ব'লে আর কিছু অবশিষ্ট নেই দেশে। তবু, এখনই আমরা তাঁর ওপর আস্থা হারাতে রাজি নই। দেশের কাণ্ডারি হিসেবে আরও কিছু সুযোগ তাঁকে দেওয়া উচিত (২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন আসতে যখন বেশ কিছুটা দেরি)। এই সময়ের মধ্যে তাঁর নেতৃত্বে দল সাম্প্রদায়িক তকমা মুছে ফেলে দেশকে উন্নয়নের রাস্তায় ফেরাবে, নাকি গেরুয়াকরণের মন্ত্রগুপ্তি নিয়ে বিভেদকামী সংকীর্ণ রাজনীতির দিকে ঝুঁকবে, যার কালব্যাধিই হল অ-সহিষ্ণুতা ? সময়-ই বলবে সেটা।

কিছুদিন পূর্বে রাস্ট্রপতিভবনের এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রণবাবু 'কোর ভ্যালুজ'–শব্দবন্ধের ওপর বারবার জোর দিলেন। বলা বাহুল্য, অতি বিচক্ষণ ও সময়োচিত এই উচ্চারণ, যার অর্থ হল, মর্মগত মূল্যবোধ এবং যার দু'টি স্তম্ভই হল, সহিষ্ণুতা ও বস্তুত্ববাদ। বি-জে-পি সে-কথায় কান দিয়েছে কি ? পুরস্কার ফেরানো নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে। এমনকি, অ-সহিষ্ণুতার কট্টর সমালোচক স্বয়ং রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত এই প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে। কারণ এখানে দেশের সম্মানের প্রশ্ন জড়িত। তবু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই, এই প্রত্যাখ্যানের ফলেই দেশব্যাপী নজর গেল সেই সব হতভাগ্যের দিকে, যাঁরা অ-কুণ্ঠ মত প্রকাশ করতে গিয়ে হিংসার বলি হয়েছেন। দেশের বিবেক নাড়া খেয়েছে প্রবলভাবে। এতে কাজের কাজ কিছু হবে কিনা কে জানে। আমরা তো শুধু দেখছি কী ছোট, কী বড় অ-সহিষ্ণুতা আজ সর্বত্র। এমন কি, বাড়ির দোরগোড়ায় পর্যন্ত। বাড়ির কার্নিস ভেঙে, জবরদস্তি জানালা বন্ধ ক'রে ঝাঁ চকচকে মন্দির তৈরি হচ্ছে। এ-ও কি এক ধরনের অ-সহিষ্ণুতা নয় ? অপরের বুকে শেল বিদ্ধ ক'রে, এই যে নিত্য পূজার্চনার আয়োজন, তার ভেতর কতটা খাঁটি, আর কতটা মেকি, সে-হিসাব নেবে কে ?

# মত অমত আমাদের

## হরিলাল দাস

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আমাদের দেওয়ালির উপহার দিলেন স্বচ্ছভারত পরিষেবা কর। ('কর' শব্দটি এখানে ক্রিয়াপদ নয়, বিশেষ্য)। আর কর মানে ইংরেজিতে সেস-শেষ নয়। বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে সেস যুক্ত হয়ে দাম বাড়াল পেট্রোলের, বিদ্যুতের, বাড়ল ট্রেনের ভাড়া, মোবাইল ফোনের চার্জ, ইত্যাদি। এই হচ্ছে স্বচ্ছভারত অভিযান। পুরীতে রথযাত্রার পথ স্বচ্ছ করতে সোনার ঝাঁটা ব্যবহার করেন রাজা। মোদিজি রাজার রাজকীয় উত্তরসূরী।

বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকারে আসার চৌদ্দ মাসের মধ্যে চৌদ্দ ভুবন হাম সফর করে বেড়াচ্ছেন মোদিজি। হচ্ছে না ভারতের মুখ উজ্জ্বল! অবশ্য ১২৫ কোটি লোকের দেশ ভারতের অর্ধেক মানুষ নিরক্ষর। এবং দুবেলা দুমুঠো ডাল-ভাতের কাঙাল। তাতে এখন চলছে ডালের দাম আগুন। আর সরকার দাম কমাতে ডালে ভর্তুকি দিচ্ছেন রান্নার গ্যাসে ভর্তুকি তুলে দিয়ে। ভর্তুকির টাকা জলে না পড়ে, পড়ছে ডালের দরের আগুনে। তাতে কাজের কাজ না হয়ে কথার বাষ্প উঠছে।

এর মধ্যে একটা খবর জঙ্গিপুরবাসীর উল্লাস সঞ্চার করেছে। জঙ্গিপুর পুরসভায় স্মার্টসিটির মতোই কিছু একটা হচ্ছে। যাকে বলা হচ্ছে 'আমরৎ'। আমরুৎ অটল মিশন ফর রির্জারভিনেসন এ্যাণ্ড আরবান ট্রান্সফরমেশন। প্রধান শব্দগুলোর ইংরেজি প্রথম বর্ণ AMRUT অর্থাৎ আমরুৎ। এ খবরে কারা খুশি ? ফেলো কড়ি মাখো তেল--উন্নয়ন পেতে ট্যাকসো লাগবে মোটা। যারা পারবে তারা উন্নয়ন ভোগ করবে।

ব্রিটিশরা একদা (প্রায় ৩০০ বছর আগে) এদেশে লগ্নি করতে আসে নিজের গরজে। বর্তমানে (২০১৫) তাদের সাদরে ডেকে আনছেন লগ্নি করতে এখানে। ব্রিটিশদের তাড়াতে কতো প্রাণ হয়েছে বলিদান। ১৯৪৮-এ এলো খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা। তাহলে ? তবে দেখা যাচ্ছে এক বিরল দৃশ্য–

ইংলণ্ডেশ্বরী দস্তানা খুলে হাত মেলাচ্ছেন মোদিজির সঙ্গে। বাহবা ! আমাদের ভাবতে হচ্ছে ভারতের বৃহত্তর গণতন্ত্র এখন কাদের নিয়ন্ত্রণে চলছে।

## স্মার্টসিটি.....(১ পাতার পর)

ব্যবসা, আইন সংক্রান্ত পরিষেবা সব কিছুর জন্য প্রয়োজন সঠিক সময়ে গন্ত ব্যস্থলে পৌঁছন। আড়াইশো কিলোমিটার দূরত্বের কোলকাতাকে নাগালের মধ্যে পেতে হলে তাই প্রয়োজন দ্রুতগামী যোগাযোগ। তেমনি রঘুনাথগঞ্জ থেকে কয়েক বছর আগেও দুর্গাপুর রুটে দক্ষিণবঙ্গ পরিবহন সংস্থার বাস চলাচল করত। সকাল ৬টায় ফুলতলা থেকে ছেড়ে দুর্গাপুর পৌঁছত ১-৩০ টায়। আবার ওখান থেকে বেলা ২টোয় ছেড়ে রঘুনাথগঞ্জ ফিরত রাত ৮টায়। বাসগুলো থাকতো মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বরে। ঠিক একইভাবে ষ্টেট ব্যাঙ্ক মোড় থেকে কলকাতামুখী বাস ছাড়তো সকাল ৫ টায়। আবার ধর্মতলা থেকে কলকাতা-রঘুনাথগঞ্জগামী বাস ছাড়তো দুপুর ১-৩০ নাগাদ। রাতে এসে পৌঁছত রঘুনাথগঞ্জে। সম্ভবত ১৯৮২ সালে এইসব বাসগুলো চালু হয়। পরবর্তীতে দুর্গাপুরগামী বাসটির রাতের অবস্থান মহকুমা শাসকের অফিস চত্বর থেকে পরিবর্ত্তন করে জঙ্গিপুর পারে বাস ষ্ট্যাণ্ডে চলে যায়। যেহেতু আসানসোল বা অন্য রুটের ষ্টেট বাসগুলো সব রাতে ওখানে থাকে। দুর্গাপুর বা আসানসোলের বাস চালু থাকলেও ষ্টেট ব্যাঙ্ক-ডাকবাংলো মোড় থেকে ছেড়ে যাওয়া ভোর ৫টার বাসটি দীর্ঘ ২ বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। দমদম ও আশপাশের বহু চাকুরীজীবী এই বাসে চলাচল করতেন। যাত্রীর চাপ থাকলেও কেন বাসটি বন্ধ হয়ে গেল কেউ বুঝতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য কি ?

## জুয়োর আভিজাত্য.....(১ পাতার পর)

দীর্ঘ সময় ধরে শহরের বুকে এই ধরনের অসামাজিক কাজ চললেও সব মহলই নির্বিকার। ঐ আসরে টাউন দারোগা অভিরাম মণ্ডল আগেও বিরাজ করতেন এখনও করেন বলে খবর।


অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ(মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।


## লোকশিল্পীর জন্মবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : অন্য বছরের মতো এবারও রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নিস্তা গ্রামে লোকশিল্পী কালাচাঁদ মণ্ডলের ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন হয়ে গেল ১৩ নভেম্বর। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন প্রবীণ কবিয়াল শ্রীচরণ মণ্ডল। বিভিন্ন এলাকার লোকশিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে লোকশিল্পীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। "মা মাটির টানে" বাউল সম্প্রদায়ের লোকগীতি ও কবিগানে সারারাত মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রামবাংলা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল মাষ্টার কালাচাঁদ স্মৃতি ক্লাব।

### সতর্ক হোন

জঙ্গীপুর সদর হাসপাতালের পশ্চিমদিকে বড় রাস্তা সংলগ্ন রঘুনাথগঞ্জ থানা অন্তর্গত বাসুদেবপুর মৌজার C./S. ৮৪,৮৭ এবং ৮৮ নম্বর দাগ (=R./S. ২৮১, ২৮৪ এবং ২৮৫ দাগ) সম্পত্তির মধ্যে ২০১০ সালে D.S.R.-II দপ্তরের I-777, I-778, I-779, I-780, I-781 & I-785 নম্বর দলিলের গর্ভে সু-স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত স্বর্গতঃ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধূরী-র ওয়ারিশগণের সু-নির্দ্দিষ্ট ছাহাম ভুক্ত ৮৪ দাগের দক্ষিণাংশের ১০-শতক এবং ৮৮ দাগের সর্ব্ব উত্তরাংশের ৫০-শতক মধ্যে কতকাংশ গঙ্গারাম ঘোষ, লোপামুদ্রা ঘোষ, গজেন্দ্রবদন চৌধূরী, অনিমেষ চৌধূরী (বিজু), ছায়া চৌধূরী-প্রভৃতি ব্যক্তিগণ খরিদ করিয়া থাকার দাবীতে জঙ্গীপুর উচ্চ বিভাগীয় দেওয়ানী আদালতের ৬৮/১৯৮১-নম্বর বিভাগ-বণ্টন মোকর্দ্দমায় পক্ষ আছেন। সম্প্রতি তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত দাগ সম্পত্তি সম্পর্কে "নিষেধাজ্ঞার" আদেশ জারী হইলে-উক্ত ব্যক্তিগণ জঙ্গীপুর সহকারী জেলা জজ্ আদালতে Misc. Appeal No. 8/2015- মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া এই পক্ষের অসাক্ষাতে দায়ের কালেই 'Stay Order' প্রাপ্ত হইলে অর্থের জোরে ও ক্ষমতার দম্ভে বিচার শুরু হইবার পূর্ব্বেই মাননীয় আদালতকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা C./S. ৮৮ নম্বর দাগ তথা R./S. ২৮৫-দাগের দক্ষিণাংশে মূল মালিক পক্ষের স্বত্ত্ব-দখলীয় অংশ মধ্যে নয়ন-জুলি লাগা ইঁটের পাঁচিল ঘেরা শ্রী আশিস্ রায় চৌধূরী-র পরিবারের সদস্যগণের বসত বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য সংরক্ষিত অংশের সম্মুখ ভাগে জোর-জবর-দস্তি পাকা ঘর নির্ম্মাণে স্বচেষ্ট হইয়াছেন এবং তাহা অপর ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিবেন বলিয়া প্রচার করিতেছেন। উল্লিখিত স্থানে উক্ত ব্যক্তিগণের কোন স্বত্ত্ব, দখল বা কোন প্রকার নির্ম্মাণ কার্য্য করিবার বৈধ অধিকার বা অনুমতি নাই। মালিক-পক্ষ হইতে যাবতীয় নির্ম্মাণ বা নির্মিত-কাঠামো অপসারণের দাবীতে মাননীয় আদালতে দরখাস্ত করা হইয়াছে। কেহ যেন উক্ত ব্যক্তিগণের কোন প্রচারে প্ররোচিত বা প্রলুব্ধ না হন।

–শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী, ইংরাজী-২৫/১১/২০১৫,
শ্রী অরবিন্দপল্লী, (রঘুনাথগঞ্জ)।

### বিজ্ঞপ্তি

বধূ নির্যাতন সম্পর্কীয় বিচারাধীন মামলার বিষয়বস্তুকে বিকৃত করে রঘুনাথগঞ্জের একটি পাক্ষিক পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন করেছে। ঐ প্রসঙ্গে অভিযুক্তা অতসী পণ্ডিত পত্রিকার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন। তিনি আরো জানান,–বিচারাধীন কোন বিষয় নিয়ে বিকৃত সংবাদ পরিবেশন কি আইন সঙ্গত ?

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি
গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169


দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।